কুড়িগ্রাম ও গোপালগঞ্জ জেলার দারিদ্র্যের স্বরূপ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়

মোঃ সফিকুল ইসলাম, পরিচালক, বার্ড
ড. আবদুল করিম, পরিচালক, বার্ড
সালাহ্উদ্দিন ইবনে সাঈদ, যুগ্ম পরিচালক, বার্ড
জোনায়েদ রহিম, উপ পরিচালক, বার্ড

সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশে বিগত ১০ বছরে দারিদ্র্যের হার প্রতিবছর শতকরা প্রায় দুইভাগ হারে কমেছে। পক্ষান্তরে দেশের কিছু এলাকায় দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা জরিপের ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের উত্তর বঙ্গে গরীব মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। পাশাপাশি দেশের মধ্যাঞ্চলের কিছু কিছু এলাকা পরিবেশ ও প্রতিবেশ জনিত বিরূপ অবস্থায় থাকার কারণে সরকারী সেবা সহায়তা প্রদান করা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য অবস্থা থেকে উন্নয়ন ঘটাতে পারছে না। গোপালগঞ্জ জেলা এর মধ্যে অন্যতম। দেশে সবচেয়ে গরীব মানুষ এখন কুড়িগ্রাম জেলায়। এই জেলার প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৭০ জনই গরীব। কেন কুড়িগ্রামে গরীব মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গোপালগঞ্জে দারিদ্র্যের হার আশানুরূপ কমছে না তা জানার জন্য কুড়িগ্রাম জেলার সবচেয়ে দারিদ্র্য পীড়িত দুইটি উপজেলা যথা রৌমারী ও ভূরুঙ্গামারীতে এবং গোপালগঞ্জের দুটি উপজেলা কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়ায় ২০১৯ সালে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ দুটি জেলার দারিদ্র্যের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা এবং অন্যান্য আর্থ সামাজিক কারণে ভূমিহীন ও দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ও আয়ের বিকল্প উৎস না থাকা। প্রতিবছর বন্যা, ফসলহানি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব, তাছাড়া মৌসুমী বেকারত্ব ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দুটি জেলার দারিদ্র্য নিরসনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপন, নদী ভাঙ্গন রোধ, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সরকারিভাবে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া জরুরী। কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য তফসিলি ব্যাংক ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সাথে তাদেরকে যুক্ত করা হলে ইতিবাচক ফল আসতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় এ দুটি জেলার জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রদান এবং সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।